পঞ্চম অধ্যায়

বস্তুবাদ এবং ভাববাদ
Realism and Idealism

৫.১. ভূমিকা (Introduction) :

জ্ঞানবিদ্যার (Epistemology) একটি মুখ্য প্রশ্ন হল—যাকে আমরা জানি সেই জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ কি? বস্তুর জ্ঞান হতে গেলে দুটি বিষয় থাকা প্রয়োজন—যে জানে অর্থাৎ **জ্ঞাতা** এবং যাকে জানা হয় অর্থাৎ **জ্ঞানের বিষয়**। এখানে জ্ঞানবিদ্যার প্রশ্নটি 'জ্ঞানের বিষয়'কে কেন্দ্র করে। প্রশ্নটি হল—যাকে আমরা জানি সেই জ্ঞানের বিষয়টি কি জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে ভিন্নভাবে থাকতে পারে অথবা পারে না? জ্ঞানের বিষয়টি কি জ্ঞাতার বাইরে আলাদাভাবে থাকতে পারে, অথবা তার অস্তিত্ব জ্ঞাতার ওপর নির্ভর করে? যে টেবিলটিকে আমি 'জানি' বলে দাবী করছি, সেটা কি আমার জানা-ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে থাকতে পারে, অথবা তার অস্তিত্ব আমার 'জানার' ওপর নির্ভর করে? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে জ্ঞানবিদ্যার দুটি প্রধান মতবাদ আছে—(ক) **বস্তুবাদ** (Realism) এবং (খ) **ভাববাদ** (Idealism)। **বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে এই দুটি মতবাদ হল জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ।**

বস্তুবাদ (Realism) অনুসারে, **জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বস্তু উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।** জ্ঞানের বস্তুকে বাদ দিয়ে জ্ঞাতা যেমন থাকতে পারে, জ্ঞাতাকে বাদ দিয়েও তেমনি জ্ঞানের বস্তু থাকতে পারে। যে টেবিলটিকে আমি জানি, সেটিকে বাদ দিয়ে আমি (জ্ঞাতা) যেমন থাকতে পারি, তেমনি আমাকে বাদ দিয়েও টেবিলটি থাকতে পারে। টেবিলটির অস্তিত্ব আমার জানা বা না-জানার ওপর নির্ভর করে না। সহজ কথায়, **বস্তুবাদ** অনুসারে **জ্ঞানের বিষয়ের জ্ঞাতা-অতিরিক্তভাবে অস্তিত্ব আছে।**

অপরপক্ষে, **ভাববাদ** অনুসারে, **জ্ঞানের বিষয়কে বাদ দিয়ে জ্ঞাতা থাকলেও জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে জ্ঞানের বিষয় থাকতে পারে না।** আমি যখন টেবিলটিকে 'জানি' বলি, তখন আমার **অস্তিত্ব** টেবিলটির ওপর নির্ভর না করলেও, টেবিলটির অস্তিত্ব আমার 'জানা'র ওপর নির্ভর করে। জানার বস্তুটি যে কি, তা বস্তুর জ্ঞান না হলে বলা যায় না, অর্থাৎ জানার বিষয়টি জ্ঞাতার মনের ওপর, তার মনের ভাব বা ধারণার ওপর, নির্ভর করে। সহজ কথায়, ভাববাদ অনুসারে, **জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার মনের ভাবের (ধারণার) ওপর, তার জানার ওপর নির্ভরশীল।**

তাহলে, বস্তুবাদের সার কথা হল—

জ্ঞানের বস্তু মনের বাইরে আছে।

ভাববাদের সার কথা হল—

জ্ঞানের বস্তু জ্ঞাতারই মনের ভাব বা ধারণা।

(ক) বস্তুবাদ (Realism)

৫.২. 'বস্তুবাদ' বলতে কি বোঝায় ? (What is meant by Realism?) :

যে মতবাদ অনুসারে জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে না, আমরা না জানলেও তাদের অস্তিত্ব থাকে, তাকে 'বস্তুবাদ' বলে। বস্তুবাদের সমর্থকরা এটাই বলেন যে, 'জ্ঞাতা মন' যেমন আছে 'জ্ঞানের বিষয়ও' তেমনি আছে—উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বস্তুর ওপর নির্ভর না করে যেমন জ্ঞাতা মন আছে, তেমনি জ্ঞাতা-মনের ওপর নির্ভর না করে বস্তুও আছে। আমার মনের (জ্ঞাতা-মনের) বাইরে গাছ, পাহাড়, নদী প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন বস্তু আমার মনের ওপর নির্ভর না করেই ছিল, আছে এবং থাকবে। জ্ঞাতা-মনের জানা বা না-জানার ওপর বস্তুর থাকা বা না-থাকা নির্ভর করে না। সহজ কথায়, জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর মন-নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ:

(১) 'জ্ঞান' বলতে বোঝায় দুটি ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ—'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞানের বিষয়ের' মধ্যে সম্বন্ধ। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানতে হয় যে, জ্ঞানের বিষয়টি জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ জ্ঞাতা-নিরপেক্ষভাবে থাকে। বস্তুবাদীদের মতে **জ্ঞাতা-মন যেমন আছে, জ্ঞানের বিষয়েরও তেমনি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।**

(২) **জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক তা নেহাৎই বাহ্যিক সম্পর্ক,** আন্তর-সম্পর্ক নয়। আন্তর বা আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, যেখানে সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটির মধ্যে অন্তত একটির অস্তিত্ব নষ্ট হয়। যেমন—সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ। সমগ্র টেবিল থেকে তার একটি অংশ ভেঙে গেলে সেই ভাঙা অংশটির অস্তিত্ব থাকলেও 'সমগ্র' টেবিলটির আর অস্তিত্ব থাকে না। বাহ্যিক সম্বন্ধ নেহাৎই আকস্মিক, তাই বিচ্ছেদ্য। বাহ্যিক সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটি আগে যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। যেমন, হাতের সঙ্গে কলমের সম্বন্ধ। হাত থেকে কলমটি (টেবিলে) রেখে দিলে হাত এবং কলম যেমনটি ছিল তেমনই থাকে। **বস্তুবাদীদের মতে, জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়-বস্তুর (যে বস্তুকে জানছি) সম্পর্ক এমনই এক বাহ্যিক সম্বন্ধ।** আমার যখন টেবিলের জ্ঞান হয় তখন আমার সঙ্গে টেবিলের এক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং ঐ সম্বন্ধ ভেঙে দিলে (আমি চোখ বন্ধ করলে বা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে) আমার (জ্ঞাতার) এবং টেবিলের (জ্ঞেয়-বস্তুর) অস্তিত্ব আগের মতনই থাকে। টেবিলটি আমার 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়েও 'কেবল বিষয়' হয়ে থাকতে পারে। সহজ কথায়, **বস্তুবাদীদের মতে, 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়েও বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব আছে।** এমন অজস্র বিষয় আছে যাদের আমরা জানিনা, যেসব এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যেমন—সমুদ্রতলের অনাবিষ্কৃত মণি-মুক্তা।

(৩) **বস্তুবাদীরা বহুত্ববাদের সমর্থক।** জ্ঞান-সম্বন্ধ বাহ্যিক হলে মানতে হয় যে, জ্ঞাতার মনের বাইরে অজস্র বস্তু ছিল, আছে এবং থাকবে। এই জগতে অসংখ্য বস্তু আছে এবং তাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব মনের বাইরে। জগৎ-বৈচিত্র্যের মূলে হল এই সব ভিন্ন ভিন্ন অজস্র বস্তু।

(৪) বস্তুবাদীরা আরও বলেন যে, **আগে বস্তুর অস্তিত্ব পরে সেই বস্তুর জ্ঞান। কাজেই আমাদের জ্ঞান বস্তুকে অনুসরণ করে, বস্তু জ্ঞানকে অনুসরণ করে না।** আমাদের মনের ধারণা অনুসারে বস্তুজ্ঞান হয় না। অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান বস্তুর দ্বারাই প্রভাবিত হয়, মনের দ্বারা নয়। বস্তু জ্ঞানকে সৃষ্টি করে, মন বা জ্ঞান বস্তুকে সৃষ্টি করে না।

৫.৩. বস্তুবাদের বিভিন্ন প্রকার (Different forms of Realism) :

সব বস্তুবাদী দার্শনিক মনের বাইরে বস্তুর (বস্তুজগতের) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলেও 'বস্তুজ্ঞান' প্রসঙ্গে সবাই একমত নন। 'মনের বাইরে যে বস্তুজগৎ, তাকে আমরা **কিভাবে জানি'?**—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বস্তুবাদীরা দুটি ভিন্নমত পোষণ করেন। এক মতে, মনের বাইরে যে জগৎ তাকে আমরা **সরাসরি** জানি; অন্যমতে, মনের বাইরে যে জগৎ তাকে আমরা **পরোক্ষভাবে** জানি। **যে মতে বস্তুজ্ঞান সরাসরি বা প্রত্যক্ষ, তাকে বলে 'সরল বা লৌকিক বস্তুবাদ'** (Naive or Commonsense Realism); আর **যে মতে বস্তুজ্ঞান পরোক্ষ তাকে বলে 'প্রতিরূপী বস্তুবাদ'** (Representative Realism)। সরল বা লৌকিক বস্তুবাদকে আবার **'নির্বিচার বস্তুবাদ', 'অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', 'প্রত্যক্ষ বস্তুবাদ'** ইত্যাদিও বলা হয়। তেমনি প্রতিরূপী বস্তুবাদকে **'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', 'পরোক্ষ বস্তুবাদ', 'প্রতীকবাদ'** ইত্যাদিও বলা হয়। বস্তুবাদের বিভাগ দুটিকে ছকের মাধ্যমে দেখানো গেল—

বস্তুবাদ

সরল বা লৌকিক বা অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বা **প্রত্যক্ষ** বস্তুবাদ	**পরোক্ষ বা প্রতিরূপী বস্তুবাদ** বা **প্রতীকবাদ**

৫.৪. সরল বস্তুবাদ বা লৌকিক বস্তুবাদ বা অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (Naive Realism or Commonsense Realism or Un-scientific Realism) :

যে মতবাদে বস্তুর মন-নিরপেক্ষ বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং বস্তুজ্ঞানকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বলা হয়, তাকে 'সরল বস্তুবাদ' বা 'লৌকিক বস্তুবাদ' বা 'অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' বলা হয়। জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে মতবাদ (Commonsense view) সেটাই **সরল বস্তুবাদ** বা **লৌকিক বস্তুবাদ**।

সরল বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি হল—

(১) যে জগতে আমরা বাস করি সেখানে আমাদের মনের বাইরে, **অসংখ্য বস্তু** আছে। যথা—গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর, ইত্যাদি। সরল বস্তুবাদে **বহুত্ববাদ** সমর্থিত। এই জগতে যেমন অনেক মানুষ এবং তাদের মন আছে, তেমনি অনেক বস্তু আছে।

(২) **ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা অনুভবের 'কারণ' হল বাহ্যবস্তু।** বাহ্যবস্তু আছে বলেই ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা অনুভব হয়। বাহ্যবস্তু 'কারণ', সংবেদন বা অনুভব 'কার্য'। আগে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব, পরে বস্তুর অনুভব।

(৩) বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের মনের ওপর নির্ভর করে না। গাছ, পাহাড় ইত্যাদির অস্তিত্ব আমাদের দেখার ওপর বা জানার ওপর নির্ভর করে না—আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও তারা অস্তিত্বশীল থাকে। আমাদের দেখার বা জানার আগে থেকেই তারা ছিল এবং আমাদের জানার বিরতির পরেও তারা থাকবে। কাজেই, **পার্থিব বস্তুসমূহের অস্তিত্ব মন-নিরপেক্ষ।**

(৪) **জ্ঞাতা (যে জানছে) এবং জ্ঞানের বিষয়ের (যাকে জানছে) সম্পর্ক বাহ্যিক সম্পর্ক** (external relation) বা আকস্মিক সম্পর্ক (accidental relation)। বাহ্যিক সম্পর্ক ভেঙে দিলে সম্পর্কযুক্ত বিষয়দুটির কোনটিরও কোন ক্ষতি হয় না। এজন্য জ্ঞান-সম্বন্ধ ছিন্ন হলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় যেমন ছিল তেমনই থাকে।

(৫) **বস্তুজ্ঞান সরাসরি বা প্রত্যক্ষ।** বস্তুকে আমরা সরাসরি জানি, অর্থাৎ বস্তুটি আসলে যেমন আমরা তাকে সরাসরি **ঠিক সেভাবেই** জানি। মন যেন এক অমলিন আয়না যার ওপর প্রত্যক্ষের বস্তুটি সরাসরি প্রতিফলিত হয় এবং বস্তুটি ঠিক যেমন সেভাবেই অবিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়। আমাদের চেতনা যেন এক 'সন্ধানী আলোক' (search light)। সন্ধানী আলোক যে বস্তুতে পড়ে, বস্তুটি তার স্বরূপে (অর্থাৎ ঠিক যেমন, সেভাবে) আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে।

(৬) বস্তুজ্ঞান সরাসরি হওয়ার ফলে, আমাদের চেতনা বস্তুকে প্রভাবিত করে না, **বরঞ্চ বস্তুই আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।** বস্তু যেমন, সেভাবেই আমাদের বস্তুর জ্ঞান হয়। 'আমার চেতনার রঙে পান্না সবুজ' হয় না, বরঞ্চ সবুজ পান্নাই আমার সবুজের চেতনাকে সৃষ্টি করে।

(৭) বস্তু যেমন মনের বাইরে আছে, বস্তুর গুণগুলিও তেমনি মনের বাইরে আছে। অর্থাৎ **বস্তু এবং বস্তুধর্মের মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে।** মনের বাইরে যে বস্তু তাকে যেমন আমরা সরাসরি জানি, সেই বস্তুতে আশ্রিত বর্ণ, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি **গুণগুলিকেও সরাসরি ও অবিকৃতভাবে** জানি। সন্ধানী আলোকের মতন আমাদের চেতনা গুণ-সমন্বিত বস্তুর সঠিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে।

সরল বস্তুবাদের সমালোচনা (Criticism of Naive Realism)

সরল বস্তুবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। সরল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হল, এই মতবাদ আমাদের ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বস্তুকে যদি আমরা **সরাসরি** এবং **সঠিকভাবে** প্রত্যক্ষ করি তাহলে ভ্রান্তজ্ঞানের কোন সম্ভাবনা থাকে না—সব জ্ঞানই সঠিক ও নিশ্চিত হয়। কিন্তু অনেক সময় আমাদের জ্ঞান যে ভ্রান্ত হয় (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম), একথা অস্বীকার করা যায় না। সরল বস্তুবাদ খণ্ডনের জন্য তাই **ভ্রম-প্রত্যক্ষমূলক যুক্তি** দেখান হয়:

(১) প্রকৃতপক্ষে, বস্তু যেমন, তাকে ঠিক তেমন করে দেখা সম্ভব নয়, কেননা বস্তু-প্রত্যক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠনগত সামর্থ্যের ওপর কিছুটা নির্ভর করে। চোখের গঠন ও সামর্থ্য ভিন্ন রকমের হলে রঙের প্রত্যক্ষ ভিন্ন রকমের হয়। এমন অনেক প্রাণী আছে (কিছু মানুষও পাওয়া যায়) যারা লাল-নীল-হলুদ-সবুজ প্রভৃতি রঙ প্রত্যক্ষ করতে পারে না,

কেননা তাদের অক্ষিপটে (retina) চূড়াকোষ (Cones) থাকে না। মৌমাছির চোখের গঠন আবার এমন যে তারা অতি বেগুনী (ultra-violet-ray) রঙও প্রত্যক্ষ করতে পারে, যা মানুষের চোখের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই, বস্তুর একই রঙ সবাই প্রত্যক্ষ করে না। একথা স্বীকার করলে বস্তুর গুণকে আর 'বস্তুধর্ম' বলা চলে না। রঙ প্রত্যক্ষের মতন অন্যান্য গুণের (স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির) প্রত্যক্ষও আমাদের জিভ, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের গঠন ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। সহজ কথায়, **বস্তু-প্রত্যক্ষ বস্তুর ওপর নির্ভর করলেও তা আংশিকভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠন ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।**

(২) প্রত্যক্ষজ্ঞান সব সময়ে সঠিক হয় না। অনেক সময় আমাদের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হয়, অনেক সময় আমরা বস্তুর বিকৃত রূপ দেখি। এরকম অভিজ্ঞতাকে **অধ্যাস** (illusion) বলে। আলো অন্ধকারে আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। সূর্য স্থির থাকলেও তার মধ্যে আমরা গতি প্রত্যক্ষ করি। জলে আংশিক ডোবানো সোজা ছড়িকে আমরা বাঁকা দেখি। দূর থেকে ঘন-সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়কে নীল দেখি। একই বস্তুকে কাছ থেকে বড়, আবার দূর থেকে ছোট দেখি। মদ্যপ ব্যক্তি একটির পরিবর্তে দুটি বস্তু দেখে। ডান হাত গরম জলে ও বাঁ হাত ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে তারপর দুটি হাতকেই স্বাভাবিক উত্তাপসম্পন্ন জলে ডোবালে ডান হাতে জলটিকে ঠাণ্ডা ও বাঁ হাতে ঐ একই জলকে গরম লাগে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয়—**বস্তু ঠিক যেমন, তাকে আমরা ঠিক তেমন দেখি না।**

(৩) অনেক সময় আবার আমাদের **অমূল-প্রত্যক্ষ** (hallucination) হয়। অমূল-প্রত্যক্ষের পেছনে কোন বস্তুই থাকে না। অধ্যাসের (illusion) ক্ষেত্রে যেমন কোন বস্তু থাকে—যদিও তাকে আমরা ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করি, অমূল-প্রত্যক্ষের ভিত্তিস্বরূপ তেমন কোন বস্তু থাকে না। অনেক মদ্যপ ঘরের মধ্যে লাল ইঁদুরের নৃত্য দেখে, যদিও ঘরে কোন ইঁদুর থাকে না। চোখের কোণে আঙুলের একটু চাপ দিলে একটি বস্তুকে দুটি বস্তুরূপে দেখা যায়—যা ভিত্তিহীন। কারও প্রতীক্ষায় ঘরের মধ্যে বসে থাকলে মাঝে মাঝে সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা যায়—যখন সত্যিকারের কোন পদশব্দই হয়নি ; অস্ত্রোপচারে যার একটি পায়ের কিছু অংশ বাদ পড়েছে সে অনেক সময় সেই অঙ্গচ্যুত পায়ে ব্যথা অনুভব করে। সহজ কথায়, **অনেক সময় জ্ঞেয়-বস্তু না থাকলেও বস্তুজ্ঞান হয়।** সুতরাং 'জ্ঞেয়-বস্তুর মনোনিরপেক্ষ সত্তা আছে'—সরল বস্তুবাদীদের এমন কথা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়।

(৪) আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনেক সময় বিভ্রান্তিকর। **কয়েকটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিভ্রান্তিকর হলে অপরাপর ক্ষেত্রেও তারা যে ভ্রান্তিজনক নয়—একথা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না।** বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত এই যুক্তিতেই প্রথমে জাগতিক সব বস্তুর অস্তিত্বকে সংশয় করেন এবং পরিশেষে ঈশ্বরের অস্তিত্বের মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলে জড়বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, **'ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দ্বারা জড়বস্তুর অস্তিত্ব ও তার যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে'—সরল বস্তুবাদের এই নির্বিচার মতটি গ্রহণ করা যায় না।**

৫.৫. প্রতিরূপী বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (Representative Realism or Scientific Realism) ঃ

যে মতবাদে বস্তুর মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও বস্তুর জ্ঞানকে 'পরোক্ষ' অর্থাৎ 'ধারণার মাধ্যমে জ্ঞান' বলা হয়, তাকে 'প্রতিরূপী বস্তুবাদ' বা 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' বলা হয়।

প্রতিরূপী বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ :

১। যে জগতে আমরা বাস করি সে জগতে **অসংখ্য জড়বস্তু আছে**। যেমন—গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর ইত্যাদি।

২। এইসব **বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে না**, আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও তারা অস্তিত্বশীল থাকে।

৩। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক **বাহ্যিক** এবং সেই কারণে জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে জ্ঞেয় বস্তু অস্তিত্বশীল থাকে। বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পর্ক ছিন্ন হলে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব বিনিষ্ট হয় না।

৪। বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না, **পরোক্ষজ্ঞান হয়**।

৫। ইন্দ্রিয়-অনুভবে সাক্ষাৎভাবে আমরা যা পাই তা বস্তু নয়, তা হল **বস্তুধর্মের প্রতিরূপ**। প্রতিরূপের কারণ যে **জড়বস্তু তা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না**।

৬। প্রতিরূপের সঙ্গে বস্তুধর্মের কখনও সাদৃশ্য থাকে, আবার কখনও সাদৃশ্য থাকে না। সাদৃশ্য থাকলে জ্ঞান সত্য হয়, না থাকলে মিথ্যা হয়।

স্পষ্টতই, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তব্যের ক্ষেত্রে সরল বস্তুবাদের সঙ্গে প্রতিরূপী বস্তুবাদের কোন গরমিল নেই। বাকী তিনটি উক্তির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সরল বস্তুবাদের সঙ্গে প্রতিরূপী বস্তুবাদের মূল পার্থক্য হল—**সরল বস্তুবাদ যেমন বিশ্বাস করে যে, বস্তুকে ইন্দ্রিয়ানুভবে সরাসরি জানা যায় এবং ইন্দ্রিয়ানুভবে আমরা যা পাই তা হল বস্তু ও বস্তুধর্ম, প্রতিরূপী বস্তুবাদ তেমন মনে করে না**। বস্তুকে সরাসরি জানি বললে, সকল প্রত্যক্ষই সঠিক হবে এবং তখন নির্ভুল প্রত্যক্ষের সঙ্গে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের, অমূল-প্রত্যক্ষের, কোন পার্থক্য দেখান যাবে না। এজন্য, সঠিক-প্রত্যক্ষের সঙ্গে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের পার্থক্য নির্দেশের জন্য, প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা বলেন যে, **আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তু বা বস্তুধর্মের প্রতিরূপ বা ধারণা বা মনশ্চিত্র**। সরল বস্তুবাদীরা আমাদের মনের চেতনাকে 'সন্ধানী আলোর' (search light) সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা বস্তুরূপকে সঠিকরূপে উদ্ভাসিত করে। কিন্তু প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা আমাদের মনকে 'ফটো তোলার প্লেট' (plate of camera)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ফটো তোলার প্লেটের ওপর যেমন বস্তুর পরিবর্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি আমাদের মনের ওপরও বস্তুর পরিবর্তে তার প্রতিবিম্ব বা মনশ্চিত্র পড়ে। অর্থাৎ **'বস্তুর' পরিবর্তে আমরা বস্তুর প্রতিবিম্ব বা মনশ্চিত্রকেই জানি**। প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা তাই মনে করেন, বস্তুর পরিবর্তে আমরা তার প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্বকে জানি। এরকম বললে ভ্রম-প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করা সহজ হয় ; কেননা, তখন বলা চলে—'ভ্রম-প্রত্যক্ষে প্রতিরূপের সঙ্গে বস্তুর মিল হয় না, কিন্তু সঠিক-প্রত্যক্ষে বস্তুর সঙ্গে প্রতিরূপের মিল হয়।'

এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন জন লক্। লকের মতে, বস্তুর মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকলেও **আমাদের বস্তুজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান**। লকের এই মতবাদকে **বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদও** বলা হয়, কেননা, তিনি তাঁর যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে বস্তুর দু'প্রকার গুণের উল্লেখ করেন। যথা—**মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ**। এই মতবাদকে **প্রতীকবাদ** বা **প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলার** কারণ হল, এই মতে আমরা সরাসরি বস্তুকে জানি না, জানি বস্তুর ধারণা বা প্রতিরূপ। ধারণা বা প্রতিরূপ হল বস্তুর প্রতীক। জড়বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও আমরা তাকে ধারণা বা প্রতিরূপের **মাধ্যমে** জানি। ধারণা বা বস্তু-প্রতিরূপই হল আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়। জ্ঞাতাকে 'ম' অক্ষরে, প্রত্যক্ষগোচর ধারণাকে 'ধ' অক্ষরে এবং জড়বস্তুকে 'জ' অক্ষরে প্রতীকায়িত করলে লকের মতবাদটি হয়—

ম → ধ ← জ

অর্থাৎ মন সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করে তা হল ধারণা, বস্তু নয়। ধারণার **কারণস্বরূপ** জড়বস্তু থাকলেও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে। **ধারণা বা প্রতিরূপের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর মিল হলে আমাদের জ্ঞান সত্য হয়, মিল না হলে জ্ঞান মিথ্যা হয়**।

লক্ তৎকালীন বিজ্ঞানকে **অনুসরণ করে বস্তুর গুণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণ হল বস্তুর নিজস্ব গুণ**, যা কেউ প্রত্যক্ষ করুক অথবা না করুক, বস্তুর মধ্যেই থাকে। বিজ্ঞান যেসব বস্তুধর্ম নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করে, যেসব ধর্মের পরিমাপ সম্ভব, সেই সব ধর্ম বা গুণ হল মুখ্য গুণ। যেমন—বিস্তার, আকার, আয়তন, গতি, ভার ইত্যাদি। বস্তুর স্বভাবেই এসব ধর্ম আছে। **মুখ্য গুণ প্রতিটি জড়বস্তুর সাধারণ গুণ**।

অপরপক্ষে, **গৌণ গুণ বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়**। গৌণ গুণ বস্তুর ওপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি নির্ভর করে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের ওপর। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, উষ্ণতা প্রভৃতি গৌণ গুণ। গৌণ গুণের অনুভব আমাদের যেভাবে হয়, ঠিক সেভাবে তারা বস্তুতে থাকে না। বস্তুকে আমরা যখন লাল দেখি তখন বস্তুটিও যে লাল, অর্থাৎ লাল ধর্মটি যে বস্তুকে আশ্রয় করে আছে, তা নয়। চোখ না থাকলে, বর্ণ-সংবেদন না হলে, 'বর্ণ আছে'—বলা যায় না। অনুভব না হলে কোন বস্তুই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় হয় না। লকের ভাষায়—আমাদের অনুভবের বাইরে যে জগৎ, 'তা মিষ্টি অথবা টক নয়, উজ্জ্বল অথবা অন্ধকার নয়, নিঃশব্দ অথবা শব্দিত নয়, উষ্ণ অথবা শীতল নয়।'

কিন্তু **গৌণ গুণ মুখ্য গুণের মতো বস্তুগত না হলেও, কল্পিতও নয়**। এদের যে কোনরূপ বাস্তব ভিত্তি নেই, তা নয়। এই বাস্তব ভিত্তি হল, বস্তুর অন্তর্নিহিত এক অজ্ঞাত শক্তি। বস্তুর মধ্যে এক অজ্ঞাত শক্তি আছে যার বলে বস্তু আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্দীপিত করে ও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি গৌণ গুণের **ধারণার** সৃষ্টি করে। কাজেই গৌণ গুণগুলি স্বরূপে বস্তুতে না থাকলেও 'ধারণার উৎপাদক-শক্তিরূপে' তাদের বস্তুগত সত্তা আছে। তবে যেহেতু তারা স্বরূপে বস্তুতে নেই, যেহেতু তাদের প্রকৃতি ব্যক্তির অনুভবের ওপর নির্ভর করে, সে-কারণে তাদের বস্তুগত না বলে **'মনোসাপেক্ষ গুণ'** বলা হয়।

অতএব মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল—**মুখ্য গুণ বস্তুগত, মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের সাদৃশ্য থাকে**। জড় বস্তুতে আমরা বিস্তার ধর্মটি প্রত্যক্ষ

করি, অর্থাৎ জড়বস্তু দেখে আমাদের বিস্তারের ধারণা হয় এবং বিস্তার ধর্মটি প্রকৃতই বস্তুতে আছে। প্রতিটি জড়বস্তুই বিস্তারযুক্ত। গৌণ গুণ এই অর্থে বস্তুগত নয়। **গৌণ গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের কোন সাদৃশ্য থাকে না।** যখন কোন বস্তুকে আমরা লাল দেখি, অর্থাৎ বস্তুটি দেখে আমাদের মনে লালের ধারণা হয়, তখন লাল ধর্মটি যে প্রকৃতই বস্তুতে আছে—এমন নয়। যে বস্তুকে আমরা লাল বলি, সেই বস্তুটি প্রকৃতই লাল নয়, বস্তুটির মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা আমাদের মনে লালের ধারণার সৃষ্টি করে। **এই অর্থে গৌণ গুণ মনোগত।**

[**নিম্নলিখিতভাবে লক্ মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন :**

(১) **মুখ্য গুণ জড়বস্তুর সাধারণ গুণ**—প্রতিটি জড়বস্তুকেই আশ্রয় করে থাকে। জড়বস্তু ছোট অথবা বড় হোক, কঠিন অথবা তরল হোক, তার বিস্তার, আকার, আয়তন প্রভৃতি মুখ্য গুণগুলি অবশ্যই থাকে। অপরপক্ষে, **গৌণ গুণ সব জড়বস্তুতে সাধারণভাবে থাকে না।** সব বস্তুই লাল নয়, অথবা সুগন্ধি নয়।

(২) **মুখ্য গুণ বস্তুর নিজস্ব গুণ বলে তার কোন পরিবর্তন হয় না।** বস্তুর কাঠিন্য, আকার, আয়তন ইত্যাদি কেউ প্রত্যক্ষ করুক অথবা না করুক, সব সময়ে বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে এবং তাদের কোন পরিবর্তন হয় না। যা কঠিন তা সব সময়ে কঠিন এবং সকলের কাছে কঠিন। স্থানভেদে ও কালভেদে এসব গুণের প্রত্যক্ষ ভিন্নরকম হয় না। **অপরপক্ষে, গৌণ গুণ স্থানভেদে, কালভেদে, ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ হয়।** দিনের আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে বস্তুর রংয়ের পরিবর্তন হয়। রং যেমন আলোর ওপর নির্ভর করে তেমনি ইন্দ্রিয়ের গঠন-প্রকৃতি ও সামর্থ্যের ওপরও নির্ভর করে। বর্ণান্ধ ব্যক্তি রং প্রত্যক্ষ করে না। পাণ্ডু রোগী সব কিছু হলুদ দেখে। খালি চোখে রক্ত লাল দেখায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্তকে লাল আভাযুক্ত স্বচ্ছ পদার্থ মনে হয়। এসব থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, লাল রং বস্তুর ধর্ম নয়। অন্যান্য গৌণ গুণ সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়।

(৩) **মুখ্য গুণ বস্তুর অবিচ্ছেদ্য গুণ।** জড়বস্তু থেকে মুখ্য গুণকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না—কোন না কোনভাবে তা থেকে যায়। অপরপক্ষে **গৌণ গুণ বিচ্ছেদ্য।** গৌণ গুণকে বস্তু থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত করা যায়। সুরভিত রঙিন মাখন বা মোমকে উত্তাপ দিলে তা তরল হয়। ঐ তরল মাখন বা মোমে আগের রং ও গন্ধ থাকে না, কিন্তু তারও একটা আকার আয়তন ও ভার থেকে যায়।

(৪) বস্তুর যেমন মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, **মুখ্য গুণগুলিরও তেমনি মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। কাজেই মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের সাদৃশ্য বা মিল থাকে।** আমাদের অনুভবে কাঠিন্যের ধারণা হলে বস্তুতেও কাঠিন্য ধর্মটি থাকে। অপরপক্ষে, **গৌণ গুণগুলি মুখ্য গুণের মতো বস্তুতে নেই। কাজেই গৌণ গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের মিল বা সাদৃশ্য থাকে না।** বস্তুতে যা আছে তা হল গৌণ গুণের ধারণা উৎপাদনকারী বিভিন্ন শক্তি। এসব শক্তি বস্তুগত, কিন্তু শক্তি থেকে সৃষ্ট ধারণা মনোগত। তাই গৌণ গুণের ক্ষেত্রে মনের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের মিল থাকে না। আমাদের অনুভবে লালের ধারণা হলে বস্তুতে লালের ধারণার পরিবর্তে থাকে লাল উৎপাদনকারী শক্তি।]

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের সারকথা হল—আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তু

নয়, তা হল বস্তুধর্মের ধারণা, অর্থাৎ মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের ধারণা। কিন্তু গুণ কখনও স্বনির্ভর নয়। গুণের পশ্চাতে একটা আধার অবশ্যই থাকে। গুণগুলি প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও আধার অপ্রত্যক্ষের বিষয়। গুণের এই অজ্ঞাত আধারকেই লক জড়দ্রব্য বা জড়বস্তু বলেছেন। **লকের মতে, জড়বস্তু বা জড়দ্রব্য হল প্রত্যক্ষগোচর গুণসমূহের কল্পিত, কিন্তু অজ্ঞাত, আধার।** লকের বস্তুবাদে তাই দুটি বিষয়ের স্বীকৃতি আছে—প্রত্যক্ষগোচর গুণাবলী ও অপ্রত্যক্ষগোচর জড়দ্রব্য। লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে একারণে **জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদও** (Epistemological dualism) বলা হয়। জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় প্রসঙ্গে লক বলেছেন—**প্রত্যক্ষগোচর গুণের ধারণার সঙ্গে যখন (অপ্রত্যক্ষগোচর) বস্তুর মিল হয়, তখন জ্ঞান সত্য হয়, আর যখন মিল হয় না, তখন আমাদের জ্ঞান মিথ্যা হয়।**

৫.৬. প্রতিরূপী বস্তুবাদের সমালোচনা (Criticism) :

বস্তুর মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে লক্ যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের মতে তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। **নিম্নোক্ত যুক্তির মাধ্যমে বার্কলে মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেন :**

(১) 'মুখ্য গুণ সব জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম, গৌণ গুণ বস্তুর সাধারণ ধর্ম নয়'—লকের একথা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। মুখ্য গুণকে বস্তুর সাধারণ ধর্ম বললে গৌণ গুণকেও প্রতিটি জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম বলতে হয়। সব জড়বস্তু যেমন বিস্তারযুক্ত তেমনি প্রতিটি জড়বস্তু রংযুক্ত। রং বলতে বিশেষ কোন রং যেমন, 'লাল রং' বোঝায় না। 'রং' বলতে বোঝায় 'কোন না কোন রং'। জড়বস্তুর কোন না কোন রং থাকে। অন্যান্য গৌণ গুণ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

(২) মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। গৌণ গুণকে বাদ দিয়ে মুখ্য গুণের কল্পনাও করা যায় না। রংহীন আকার চিন্তা করা যায় না। দেওয়ালের ওপর কোন আকার আঁকলে আকারটি রংহীন থাকে না—আকারের মধ্যবর্তী অংশ কোন না কোন রংয়ের অবশ্যই হয়। বার্কলের মতে, 'আকার হল রংয়ের প্রান্তরেখা।' উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কাজেই রংকে গৌণ গুণ বললে আকারকেও গৌণ গুণ বলতে হয়, আর আকারকে মুখ্য গুণ বললে রংকেও মুখ্য গুণ বলতে হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই।

(৩) অবস্থাভেদে, স্থান-কালভেদে রং, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদির পরিবর্তন হয় বলে লক্ এদের গৌণ গুণ বলেছেন। বার্কলের অভিমত হল, লকের এই অভিমত স্বীকার করলে আকার, আয়তন (লক্ যাদের 'মুখ্য গুণ' বলেছেন) ইত্যাদিকেও 'গৌণ গুণ' বলতে হয়, কেননা—অবস্থাভেদে, স্থান-কালভেদে এদেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একই বস্তুকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন আকৃতির বলে মনে হয়। একটি টাকাকে ওপর থেকে দেখলে গোল দেখায়, আবার পাশ থেকে দেখলে অর্ধচন্দ্রাকার দেখায়। কাছ থেকে যাকে বড় দেখায়, দূরে গেলে তাকে ছোট দেখায়। কাজেই উভয় প্রকার গুণের প্রকৃতি যে একই তা মানতে হয়। 'অবস্থাভেদে পরিবর্তন', যদি গৌণ গুণের লক্ষণ হয়, তাহলে লক্ যাদের 'মুখ্য গুণ' বলেছেন তাদেরও 'গৌণ গুণ' বলতে হয়।

(৪) 'মুখ্য গুণকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কিন্তু গৌণ গুণকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন

করা যায়'—লকের এই যুক্তিও অসার। বর্ণযুক্ত সুগন্ধি মাখনকে আগুনে তরল করলে, তরল পদার্থের যেমন কোন না কোন আকার থাকে, তেমনি কোন-না-কোন রংও থাকে। আবার তাতে আগের রং বা গন্ধ যেমন থাকে না, তেমনি আগের আকার ও আয়তনও থাকে না। অতএব, মুখ্য গুণের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করলে গৌণ গুণের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করতে হয় এবং গৌণ গুণের পরিবর্তনশীলতা উল্লেখ করলে মুখ্য গুণের পরিবর্তনশীলতারও উল্লেখ করতে হয়।

(৫) গৌণ গুণের ধারণা যেমন ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ওপর নির্ভরশীল, মুখ্য গুণের ধারণাও তেমনি ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ওপর নির্ভরশীল। রংয়ের ধারণা যেমন চোখের ওপর নির্ভরশীল, বস্তুর আকার-আয়তনও তেমনি চোখ, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয়সংবেদন না হলে বাহ্যজগৎ শুধু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শূন্য হয় না, সে জগতের কোন আকার আয়তনও থাকে না। কাজেই, লকের মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই। উভয়কে একজাতীয় গুণ বলাই সঙ্গত। জড়বস্তু যখন অজ্ঞাত তখন মুখ্য গুণকে 'বস্তুর গুণ' বলার কোন যুক্তি নেই। বার্কলের মতে, সব গুণই যখন অনুভবের ওপর নির্ভর করে তখন সব গুণই হল মনোসাপেক্ষ।

(৬) লকের মতে, মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু লকের একথার সঙ্গে তাঁর পূর্বকথার সঙ্গতি নেই। লকের পূর্বকথা হল—আমাদের জ্ঞান ধারণার জগতেই সীমাবদ্ধ, ধারণার বাইরে বস্তুটি কি এবং তার ধর্মই বা কি, তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে, বস্তুধর্ম যদি আমাদের অজানা বিষয় হয়, তবে তার সঙ্গে আমাদের মনের ধারণার মিল হল কি হল না—কিছুই বলা সম্ভব হয় না। মুখ্য 'গুণের ধারণাকে' (জ্ঞাত বিষয়) 'মুখ্য গুণের' (অজ্ঞাত বিষয়) সঙ্গে যখন পাশাপাশি রেখে তুলনা করা সম্ভব নয়, তখন তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে অথবা নেই—কোন কিছুই বলা যায় না'। 'ক' যদি অজ্ঞাত ব্যক্তি হয় তবে আমার সামনের 'খ' চিত্রটির সঙ্গে তার মিল আছে—একথা বলা চলে না।

(৭) সর্বোপরি লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ বাহ্যজগতের অস্তিত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের ধারণার **কারণস্বরূপ** লক্ বস্তু বা জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু অজ্ঞাত জড়দ্রব্য জ্ঞাত ধারণার কারণ বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। 'ক হল খ-এর কারণ'—বলতে গেলে ক ও খ উভয়কেই **জ্ঞাত বিষয়** হতে হয় এবং উভয়কেই **সমধর্মী** হতে হয়। আমরা আগুনকে উত্তাপের কারণ বলি, কেননা আগুন ও উত্তাপ উভয়কে নিয়ত-সম্পর্কে আবদ্ধ দেখি এবং আগুন ও উত্তাপ উভয়েই জড়ধর্মী। কিন্তু ন্যায়সম্মতভাবে জড়বস্তুকে ধারণার কারণ বলতে পারি না, কেননা ধারণা জ্ঞাত বিষয় হলেও জড়দ্রব্য অজ্ঞাত, এবং ধারণা মননধর্মী ও জড়দ্রব্য অচেতনধর্মী। এমন হতে পারে যে, যাদের আমরা প্রতিরূপ বা ধারণা বলি তারাই হল আসল বস্তু, অথবা এমনও হতে পারে যে, ধারণার কারণ কোন অজ্ঞাত চেতনধর্মী পদার্থ।

আসলে, লক্ তাঁর প্রতিরূপী বস্তুবাদে **জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে প্রতিরূপের (ধারণার) প্রাচীর তুলে বস্তুবাদের পরিবর্তে ভাববাদের** (Idealism) **পথকেই প্রশস্ত করেছেন।** লক্ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, আমাদের **জ্ঞান** ধারণার (প্রতিরূপের) জগতেই

সীমাবদ্ধ—ধারণার বাইরে কি আছে তা আমাদের জানা সাধ্যাতীত। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে 'ধারণার এই কল্পিত প্রাচীর (ম—>ধ<—জ), কাঁচের প্রাচীরের মতো স্বচ্ছ নয়, তা যেন এক **লৌহ-যবনিকা** (লোহার প্রাচীর)। লৌহ-যবনিকা স্বরূপ এই প্রতিরূপের (ধারণার) আড়াল ভেদ করে যবনিকার অন্তরালে বস্তুত কি আছে, জ্ঞাতার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। এমন অভিমত প্রকাশ করার জন্য লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে অনেকে '**লৌহ-যবনিকা-তত্ত্ব** (iron-curtain theory) নামে চিহ্নিত করেছেন।

কাজেই, লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের (Berkeley) **আত্মগত ভাববাদ।** মন যদি সাক্ষাৎভাবে শুধু প্রতিরূপ বা ধারণাকে জানতে পারে, তবে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে একথাই বলতে হয় যে, 'কেবল ধারণাই আছে।'

৫.৭. সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা (Distinction between Naive Realism and Representative Realism) :

সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মধ্যে কিছু মিল ও অমিল আছে। যেমন—

মিল :

(১) বস্তুবাদের প্রকাররূপে উভয়েই স্বীকার করে যে, বস্তুজগতের অস্তিত্ব মনোনিরপেক্ষ, **অর্থাৎ মনের বাইরে বস্তুজগৎ আছে।** যখন আমরা জানছি তখন বস্তুজগৎ আছে, আবার যখন আমরা জানছি না তখনও বস্তুজগৎ আছে। আমাদের মনের ওপর বা আমাদের জানার ওপর বস্তুজগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে না।

(২) উভয় মতবাদে **বহুত্ববাদ প্রচারিত হয়েছে।** উভয় মতবাদেই বলা হয়েছে যে, আমাদের মনের বাইরে যে জগৎ সেখানে অসংখ্য বস্তু আছে। যেমন—গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর ইত্যাদি।

(৩) উভয় মতবাদে জ্ঞানীয় সম্বন্ধকে অর্থাৎ **জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়ের সম্বন্ধকে 'বাহ্যিক সম্বন্ধ' বলা হয়েছে,** যেখানে সম্বন্ধ ছিন্ন হলেও জ্ঞাতা অথবা জ্ঞানের বিষয়ের অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, স্বতন্ত্রভাবে তাদের উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে।

(৪) উভয় মতবাদেই **বস্তুকে গুণবিশিষ্টরূপে গণ্য করা হয়েছে**—বস্তু যেমন মনের বাইরে আছে, তেমনি সেই বস্তুতে কতকগুলি গুণও আশ্রিত হয়ে আছে।

অমিল :

(১) সরল বস্তুবাদ সাধারণ মানুষের সহজ সরল মতবাদ। প্রতিরূপী বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর নির্ভরশীল মতবাদ।

(২) সরল বস্তুবাদ অনুসারে **বস্তুর সব গুণই বস্তুতে আশ্রিত।** প্রতিরূপী বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বস্তুর দুই প্রকার গুণের উল্লেখ আছে—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে, **মুখ্য গুণগুলি বস্তুতে আশ্রিত বা বস্তুগত** হলেও গৌণ গুণগুলি সঠিক অর্থে বস্তুগত নয়, তারা অনেকাংশে ব্যক্তিমনের ওপর নির্ভরশীল।

(৩) সরল বস্তুবাদে বস্তুর 'প্রত্যক্ষজ্ঞান' স্বীকৃত। এই মতে, আমাদের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায়

আমরা বস্তুকে সরাসরি জানি। পক্ষান্তরে, প্রতিরূপী বস্তুবাদে বস্তুর পরোক্ষজ্ঞান স্বীকৃত। এই মতে, বস্তুকে আমরা পরোক্ষভাবে জানি—বস্তুসৃষ্ট সংবেদন বা ধারণার মাধ্যমে জানি।

(৪) বস্তুজ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপে গণ্য করায় সরল বস্তুবাদ অনুসারে, আমাদের অপরোক্ষ বস্তুজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত হয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বস্তুকে আমরা অবিকৃতরূপে জানি অর্থাৎ বস্তু যেমনটি থাকে তাকে ঠিক সেভাবেই জানি। পক্ষান্তরে, বস্তুজ্ঞানকে পরোক্ষরূপে গণ্য করায় প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে, জ্ঞানমাত্রই অভ্রান্ত নয়। যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষ-অনুভবলব্ধ ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হয় সেখানেই কেবল জ্ঞান সত্য হয়, আর যেখানে ঐসব ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হয় না সেখানে জ্ঞান মিথ্যা হয়।

(৫) সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুজ্ঞান অপরোক্ষ হওয়ায়, গুণসমন্বিত বস্তুকে আমরা সরাসরি এবং অবিকৃতরূপে জানি। প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুজ্ঞান পরোক্ষ হওয়ায়, আমরা সরাসরি কেবল সংবেদন বা ধারণাকেই জানি, ঐসব ধারণার কারণ যে বস্তু বা জড়দ্রব্য তাকে আমরা জানতে পারি না। প্রতিরূপী বস্তুবাদী লক্ তাই বলেছেন, 'জড়দ্রব্য থাকলেও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়।'

৫.৮. নব্য-বস্তুবাদ (Neo-Ralism) :

সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার হল্ট (Holt), মারভিন (Marvin), পেরী (Perry), মন্টেগু (Montague), পিটকিন্ (Pitkin) এবং ইংলণ্ডের রাসেল (Russell) ও মূর (Moore) প্রভৃতি বস্তুবাদী দার্শনিকগণ সরল বস্তুবাদের (Naive Realism) এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রচার করেন। এঁদের এই অভিনব মতবাদ 'নব্যবস্তুবাদ' (Neo-Realism) নামে পরিচিত। নব্যবস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য হল ঃ

১। জ্ঞানের বিষয় মাত্রেরই মনোনিরপেক্ষ সত্তা আছে এবং এসব বিষয় বহু ও বিচিত্র।

২। বস্তুজ্ঞান অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ।

৩। ইন্দ্রিয়ানুভবে আমাদের যথাযথ বস্তুজ্ঞান হয় অর্থাৎ বস্তুকে অবিকৃত ভাবে জানা যায়।

৪। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর সম্বন্ধ বাহ্যিক (external) এবং সেকারণে জ্ঞাতা না থাকলেও বস্তুর অস্তিত্বের হানি হয় না।

৫। চেতনা দেহেরই প্রতিক্রিয়া।

৬। জগতের মূল উপাদান মন নয়, জড় নয়—তা হল নিরপেক্ষ পদার্থ (Neutral entity)।

নব্যবস্তুবাদীরা যেমন ভাববাদের বিরোধী, তেমনি লকের প্রতীক-বাদেরও বিরোধী। ভাববাদীদের মতো নব্য-বস্তুবাদীরা চেতনাকেই একমাত্রা সদ্বস্তু বলেন না, আবার প্রতীকবাদীর মতো একথাও বলেন না যে, মন ও জড়বস্তুর উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও জড়বস্তুকে আমরা প্রতীকের মাধ্যমে, প্রতিরূপের মাধ্যমে জানি। নব্যবস্তুবাদীরা বস্তুর মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের মধ্যেও কোন পার্থক্য মানেন না। এঁদের মতে, সবগুণই বস্তুগত এবং সে-সব গুণকে আমরা সরাসরি জানি বলে বস্তুকেও সরাসরি জানি। 'জ্ঞানের বিষয়' এবং 'বিষয়ের' মধ্যে প্রকৃপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। 'বিষয়' জ্ঞানীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে

অবিকৃতরূপে 'জ্ঞানের বিষয়' হয়। একথার অর্থ হল—জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তুর ও জ্ঞাত-বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নব্য বস্তুবাদীদের এ-প্রকার অভিমতকে 'জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ' (Epistemological Monism) বলা হয়।

নব্যবস্তুবাদীদের মতে, জ্ঞানের বিষয় বহু ও বিচিত্র। বাহ্যজগতে বহু বস্তু আছে এবং প্রতিটি বস্তুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে সম্বন্ধ তা বাহ্যসম্বন্ধ (external relation), আন্তর-সম্বন্ধ (internal relation) নয়। আন্তর সম্বন্ধে আবদ্ধ বস্তুর স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তা একটি অখণ্ড সমগ্রের অংশরূপে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে, বাহ্যসম্বন্ধ আবদ্ধ বস্তুসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুরূপে, বিশিষ্ট বস্তুরূপে থাকে, সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করলেও তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে। জ্ঞাতা-মনের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়ের এ-প্রকার বাহ্যসম্বন্ধ থাকায় সে সম্বন্ধ ছিন্ন করলেও তার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। আমি যখন আমার ঘরের টেবিলটিকে প্রত্যক্ষ করি তখন টেবিল ও আমার (মন) মধ্যে এক সম্বন্ধ (বাহ্য) স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধের ফলে টেবিল ও আমার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। তেমনি আবার এই সম্বন্ধ ছিন্ন করলেও অর্থাৎ টেবিলটি আমার সামনে থেকে অপসৃত হলেও টেবিল অথবা আমার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। এ-সব কথার মূল প্রতিপাদ্য হল—জ্ঞানের বিষয়ের মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে এবং সে-সব বস্তুকে আমরা সরাসরি ও অবিকৃতরূপে জানি। স্পষ্টতই, এক্ষেত্রে সরল বস্তুবাদের সঙ্গে নব্যবস্তুবাদের মিল লক্ষ্য করা যায়। এজন্যই বলা হয় যে, নব্যবস্তুবাদ সরল বস্তুবাদের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

কিন্তু মিল থাকলেও, সরল বস্তুবাদের সঙ্গে নব্যবস্তুবাদের গরমিলই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সরল বস্তুবাদীরা বস্তুর সকল গুণকেই (মুখ্য ও গৌণ) বস্তুধর্ম বলেন। নব্যেরা সরল বস্তুবাদের এই 'সর্বাস্তিবাদ' গ্রহণ করলেও, সরল বস্তুবাদীরা যাকে 'বস্তু' বলেন নব্যেরা তাকে 'বস্তু' বলেন না, এবং এই ব্যাপারেই নব্যবস্তুবাদের মূল বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে। সরল বস্তুবাদীরা 'বস্তু' বলতে, লকের ন্যায়, 'গুণের আধারকেই' মনে করেছেন; কিন্তু নব্যদের মতে, বস্তু ইন্দ্রিয়-উপাত্তের (Sense-data) সমষ্টিমাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নয়। প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হল ইন্দ্রিয়-উপাত্ত, যথা—বর্ণ, কাঠিন্য, আকার ইত্যাদি। এসব ইন্দ্রিয়-উপাত্ত জড়ধর্মী নয় আবার চেতন-ধর্মীও নয়,—এসব নিরপেক্ষ পদার্থ (Neutral entities)। এক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইন্দ্রিয়-উপাত্ত জড়রূপে, আবার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে চেতনরূপে প্রতীয়মান হয়।

সরল বস্তুবাদীদের সঙ্গে নব্যদের অপর একটি প্রধান পার্থক্য হল—সরল বস্তুবাদীরা 'বস্তু' বলতে দৈশিক ও কালিক বস্তুকেই বুঝেছেন, কিন্তু নব্যেরা দেশকালে স্থিত নয় এমন কিছুকেও 'জ্ঞানের বস্তু' বলেছেন। নব্যদের বক্তব্য হল—জ্ঞানের বিষয় মাত্রেই সত্তা আছে। গাণিতিক বিষয়, জ্যামিতিক বিষয়, ন্যায়শাস্ত্রের বিষয়ও জ্ঞানের বিষয় হয়, যদিও গণিতের সংখ্যার, জ্যামিতির ত্রিভুজের, ন্যায়শাস্ত্রের বচনের, চেয়ার-টেবিলের মতো দেশ কালে অবস্থিতি নেই। অর্থাৎ এসব জ্ঞানের বিষয় 'আছে' তবে দেশকালে নয়। নব্যবস্তুবাদীরা এজাতীয় বিষয়কে অস্তিত্বশীল* (existent) না বলে 'সত্তাবান'** (subsistent) বলেছেন।

* যা দেশকালে থাকে তাকে সাধারণ অর্থে 'অস্তিত্বশীল' বলে।

** যা আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন দেশকালে নয় তাকে 'সত্তাবান' বলা হয়।

এমনকি **সম্বন্ধও**, নব্যদের মতে, মনোনিরপেক্ষ সত্তাবান বিষয়, কেননা সম্বন্ধ সম্বদ্ধ বিষয়ের ন্যায় দেশ কালে না থাকলেও তা আছে, অর্থাৎ সম্বন্ধের সত্তা আছে। যদি রাম শ্যামের থেকে লম্বা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে রাম ও শ্যামের যেমন মনাতিরিক্তভাবে দেশ কালে অস্তিত্ব থাকে, তেমনি 'থেকে লম্বা' (taller than) এই সম্বন্ধেরও মনাতিরিক্ত সত্তা (sub-sistence) মানতে হয়। তেমনি আবার নৈতিক আদর্শ জ্ঞানের বিষয় হলে সেই আদর্শেরও 'সত্তা' স্বীকার করতে হয়। নব্যদের এ-প্রকার অভিমত সম্পর্কে অধ্যাপক প্যাট্রিক (Patrick)*** বলেন, 'প্লেটো যেমন তাঁর 'বস্তুগত ভাববাদে' (Realistic Idealism) দেশকালের অন্তর্গত অস্তিত্বশীল পদার্থের জগৎ ও দেশকালাতীত সত্ত্বের জগতের উল্লেখ করেছেন, নব্যবস্তুবাদীরাও তদ্রূপ **দেশকালের অন্তর্গত জড়জগৎ ও চেতন জগতের সঙ্গে দেশকালাতীত সত্তার জগতকে যুক্ত করেছেন।**'

নব্যবস্তুবাদীদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—**এঁরা ভ্রম-প্রত্যক্ষ, অমূল প্রত্যক্ষ এমনকি স্বপ্নের বিষয়েরও সত্তা স্বীকার করেন।** অভিজ্ঞতার বিষয় মাত্রেরই মনাতিরিক্তভাবে অস্তিত্ব অথবা সত্তা আছে। ভ্রম-প্রত্যক্ষ, অমূল প্রত্যক্ষ, স্বপ্ন—এসবই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা। কাজেই এসব অভিজ্ঞতার বিষয়েরও সত্তা আছে। আমরা সাধারণত মনে করি, একই বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ ঘটলে তাদের একটি বস্তুগত হবে, অপরটি কাল্পনিক হবে। কিন্তু নব্যবস্তুবাদী হল্ট (Holt) একথা অস্বীকার করে বলেন যে, একই বস্তুতে বিরুদ্ধে ধর্মের সমাবেশ ঘটতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উভয় ধর্মই বস্তুগত হতে পারে। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের বিষয়টিতে রজ্জুত্ব থাকে, সর্পত্বও থাকে। জলে অর্ধ-নিমজ্জিত সোজা ছড়িকে যখন বাঁকা দেখায় প্রত্যক্ষের বিষয়টিতে 'ঋজু' ধর্মটি যেমন থাকে তেমনি 'বক্র' ধর্মটিও থাকে।

নির্ভুল প্রত্যক্ষের বিষয়ের সঙ্গে ভ্রম-প্রত্যক্ষের বিষয়ের আসল পার্থক্য হল—প্রথম ক্ষেত্রে ধর্মটি দেশকালেস্থিত বস্তুতে থাকে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধর্মটির সত্তা থাকলেও নির্দিষ্ট কোন দেশকালে অবস্থান করে না। রজ্জুকে রজ্জুরূপে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে রজ্জুত্ব ধর্মটি দেশকালেস্থিত রজ্জুতেই থাকে। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ক্ষেত্রে সর্পত্ব ধর্মটির সত্তা থাকলেও ঐ দেশকালেস্থিত রজ্জুকে আশ্রয় করে থাকে না।

নব্যবস্তুবাদীদের **চেতনাতত্ত্ব** (theory of consciousness) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাববাদীদের অনেকে যেমন বলেন—'বাহ্যবস্তুর **অস্তিত্ব নির্ভর** করে চেতনার ওপর' নব্যবস্তুবাদীদের অনেকে (যথা **হল্ট**) তেমনি তার **বিপরীত** কথা বলেন—**চেতনার অস্তিত্ব নির্ভর করে বাহ্যবস্তুর ওপর। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও তৎ-সংলগ্ন স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনার ফলেই চেতনার উদ্ভব হয়।** সন্ধানী আলোক (Search light) যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরের যে যে অংশে প্রতিফলিত হয় সেই সেই অংশ উদ্ভাসিত হয়, তেমনি **ইন্দ্রিয়-উপাত্তের জগতের** যে যে বিষয় আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেই সেই বিষয় নিয়েই আমাদের চেতনা—ঐ সব বিষয় আমাদের চেতনার অঙ্গীভূত হয়—এদের বাদ দিয়ে বস্তুত 'চেতনা' বলে কিছু নেই।

*** Introduction to philosophy. G.T.W. Patrick. P. 356

নব্যবস্তুবাদী **হল্ট** (Holt) বলেন, চেতনা হল 'cross-section of the universe, selected by the specific response of the nervous system.' অর্থাৎ **'ইন্দ্রিয়-উপাত্তের জগতের যে-সব অংশের প্রতি স্নায়ুমণ্ডলী সাড়া দেয়, সেসব চেতনার বিষয়ভূত হয়,' আর যে সব অংশের প্রতি সাড়া দেয় না সেসব নিয়েই হচ্ছে বিষয় বা ভৌতজগৎ।** বাস্তবিকপক্ষে, এই দুটি অংশের মধ্যে—সাড়া জাগানো অংশ এবং সাড়া না-জাগানো অংশের মধ্যে—চেতনার জগৎ ও ভৌতজগতের মধ্যে—সুনির্দিষ্ট কোন পার্থক্য নেই। বিভিন্ন সময়ে ইন্দ্রিয়-উপাত্তের জগতের বিভিন্ন অংশ আমাদের দেহে সাড়া জাগায় অর্থাৎ দেহকে উত্তেজিত করে এবং তার ফলে, এক সময় যা চেতনার জগতের অঙ্গীভূত হয়ে থাকে, অন্য সময়ে তা ভৌতজগতের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। নব্যবস্তুবাদীদের এসবের সার কথা হল—**জগতের আসল বস্তু মন নয়, জড়ও নয়—তা এক নিরপেক্ষ-পদার্থ, ইন্দ্রিয়-উপাত্ত।** এক দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে জড়রূপে, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনরূপে প্রতীয়মান হয়।

সমালোচনা :

নব্যবস্তুবাদের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপন করা হয় :

(১) নব্যবস্তুবাদীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ যুক্তিসম্মত নয়। 'বিষয়' এবং 'জ্ঞানীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়' কখনো অভিন্ন হতে পারে না। নব্যবস্তুবাদীরাও এই পার্থক্যকে অস্বীকার করতে পারেননি যখন তাঁরা বলেন—যে সব বিষয় আমাদের দেহে সাড়া জাগায় তা 'জ্ঞানীয় বিষয়' আর যে বিষয় সাড়া জাগায় না তা হয় 'বিষয়'।

(২) নব্যবস্তুবাদীরা যে যথার্থ প্রত্যক্ষ ও ভ্রম-প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেছেন তা যুক্তিসম্মত হয়নি। অনুভবের বা প্রত্যক্ষের বিষয়ের 'অস্তিত্ব' আছে আর ভ্রম-প্রত্যক্ষের বিষয়ের 'সত্তা আছে—নব্যবস্তুবাদীদের এ প্রকার উক্তি কেবল কথার কৌশলমাত্র। কথার কৌশলে বিষয়ের ব্যাখ্যা হয় না। যার কেবল সত্তা আছে অর্থাৎ বিশেষ কোন দেশকালে থাকে না, তা কি করে দেশকালেস্থিত বিষয়রূপে প্রতীয়মান হতে পারে—নব্যবস্তুবাদীরা এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেন না।

(৩) নব্যবস্তুবাদীরা মন বা চেতনাকে বস্তুতে (ইন্দ্রিয়-উপাত্তে) পরিণত করে সঠিক কাজ করেননি। মন বা চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না মানলে জ্ঞানের ব্যাখ্যা হয় না। 'জ্ঞান' বলতে বোঝায় জ্ঞাতা (মন) ও জ্ঞানের বিষয়ের (ইন্দ্রিয়-উপাত্তের) মধ্যে সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়-উপাত্ত নিজেকে ইন্দ্রিয়-উপাত্তরূপে উপলব্ধি করতে পারে না—এই বোধের জন্য জ্ঞাতা-মনের প্রয়োজন হয়। 'এটা লাল'—এই বোধ ইন্দ্রিয়-উপাত্ত 'লালের' হয় না, জ্ঞাতা মনেরই হয়। তেমনি আবার, নব্যবস্তুবাদীদের চেতনাতত্ত্বে 'জ্ঞানের জ্ঞানকে' ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের কেবল জ্ঞান হয় না, জ্ঞানের জ্ঞানও হয়। যখন বলা হয় 'এটা লাল' তখন বাক্যটি হয় 'বস্তুজ্ঞান' সংক্রান্ত ; কিন্তু যখন বলা হয় 'আমি জানি যে এটা লাল' তখন বাক্যটি হয় 'জ্ঞানের-জ্ঞান সংক্রান্ত'। জ্ঞানের-জ্ঞান-এর ক্ষেত্রে জ্ঞান বা জানাকে 'লাল' বলা যাবে না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-উপাত্ত বলা যাবে না। সহজ কথায়, চেতনাকে কখনই ইন্দ্রিয়-উপাত্তে পরিণত করা যায় না।

(৪) 'সম্বন্ধ সকল ক্ষেত্রেই বাহ্য-সম্বন্ধ'—নব্যবস্তুবাদীদের এই উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আন্তর সম্বন্ধ। জ্ঞানের বিষয়কে বাদ দিলে জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বের হানি হয়, তেমনি জ্ঞাতাকে বাদ দিলে বস্তু আর 'জ্ঞানের বিষয়' রূপে থাকে না।

(৫) সর্বোপরি, নব্যবস্তুবাদীরা, ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে 'নিরপেক্ষ পদার্থ' (Neutral entity) বলে তার অর্থকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করতে পরেননি। নব্যবস্তুবাদীরাই বলেন যে, আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় মাত্রই হয় চেতনধর্ম হবে, অথবা জড়ধর্মী হবে—এর মধ্যবর্তী কোন পদার্থ যা জড় নয়, চেতনও নয়, তা আমাদের অনুভবের বিষয় হতে পারে না। এমন বললে, ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে চেতনধর্মী অথবা জড়ধর্মী হতে হবে, তাকে 'নিরপেক্ষ পদার্থ' বলা যাবে না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই বলতে হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে নব্যবস্তুবাদকে সরল বস্তুবাদের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ বলে মনে হলেও আসলে এ মতবাদ সরল বস্তুবাদের মতই দোষদুষ্ট।

৫.৯. বৈচারিক বা সবিচার বস্তুবাদ (Critical Realism) :

সাতজন মার্কিন (American) দার্শনিক—অধ্যাপক ড্রেক, লাভজয়, প্রাট্, রোজার্স, সান্টায়ন, সেলার্স এবং স্ট্রং যৌথভাবে "সবিচার বস্তুবাদ সংক্রান্ত প্রবন্ধ" নামক এক প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত মতবাদই "সবিচার বস্তুবাদ" (Critical Realism) নামে পরিচিত। সবিচার বস্তুবাদ অনেকাংশে **লকের** (Locke) **প্রতিরূপী বস্তুবাদের** (Representationalism) **অনুরূপ**। এ মতবাদে প্রত্যক্ষ অনুভব-তত্ত্ব (সরল বস্তুবাদের অথবা নব্যবস্তুবাদের) যেমন পরিত্যক্ত হয়েছে, তেমনি ভাববাদও (বার্কলের অথবা হেগেলের) সমালোচিত হয়েছে। লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের ন্যায় সবিচার বস্তুবাদেও **পরোক্ষ অনুভবতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়**। এজন্য বলা হয় যে, **সবিচার বস্তুবাদ প্রতিরূপীবস্তুবাদেরই এক পরিবর্তিত রূপ**।

সবিচার বস্তুবাদের সার কথা হল :

১। **প্রত্যক্ষের বিষয়ের** মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে।

২। **বিষয়জ্ঞান পরোক্ষ**, ইন্দ্রিয়-উপাত্তের (Sense-data/character-complex) **মাধ্যমে** বস্তুজ্ঞান হয়।

৩। মন **সরাসরি ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে প্রত্যক্ষ** করতে পারে।

৪। ইন্দ্রিয়-উপাত্ত **জড়ধর্মী নয়, আবার চেতনধর্মীও নয়**।

সবিচার বস্তুবাদীরা বলেন, প্রত্যক্ষের বিষয়ের মনোনির্ভরতা না থাকলেও তাকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। আমাদের অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হল ইন্দ্রিয়-উপাত্ত—বর্ণ, গন্ধ, আকার, আয়তন, ইত্যাদি। নব্যবস্তুবাদীরা (Neo-realists) ইন্দ্রিয়-উপাত্ত ও বস্তুকে অভিন্ন বলেছেন, কেননা তাঁদের মতে, ইন্দ্রিয়-উপাত্তের সমষ্টিই বস্তু। নব্যবস্তুবাদীদের প্রত্যক্ষ-সংক্রান্ত এ মতবাদকে "জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদ" (epistemological monism)

বলা হয়। **সবিচার বস্তুবাদীরা জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদ অগ্রাহ্য করে "জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ"** (epistemological dualism) **প্রতিষ্ঠা করেন**।

নব্যবস্তুবাদীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সবিচার বস্তুবাদীরা নিম্নোক্ত অভিযোগ উত্থাপন করেন :

(১) ইন্দ্রিয়-উপাত্ত ও বস্তু অভিন্ন (এক) হতে পারে না, তারা দুটি ভিন্ন পদার্থ। প্রত্যক্ষ-অনুভবের বিষয় ইন্দ্রিয়-উপাত্ত, আর পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় বস্তু। **ইন্দ্রিয়-উপাত্তের মাধ্যমে বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞান হয়**। ব্যক্তিভেদে ও স্থানভেদে ইন্দ্রিয় উপাত্ত ভিন্ন ভিন্ন হয় কিন্তু **বস্তু অভিন্নই** থাকে। অর্থাৎ একের পরিবর্তন ঘটলেও অন্যের পরিবর্তন হয় না। আলোর তারতম্য অনুসারে আমার সামনের টেবিলটির বর্ণের তারতম্য অনুভূত হলেও, দূরত্ব অনুসারে তার আয়তনের পরিবর্তন অনুভূত হলেও, আমরা মনে করি যে টেবিল বস্তুটি অভিন্নই থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদ (নব্যবস্তুবাদীদের মতবাদ) অনুসরণ করে বলা যায় না যে, ইন্দ্রিয়-উপাত্ত ও বস্তু অভিন্ন।

(২) প্রত্যক্ষ অনুভবতত্ত্ব অনুসরণ করে যদি বলা হয়—বস্তু আসলে ইন্দ্রিয়-উপাত্তের **সমষ্টি**, ইন্দ্রিয়-উপাত্ত ও বস্তুর মধ্যে কোন ভেদ নেই, তাহলে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা সম্ভব **হয় না**। যাকে এক ব্যক্তি রজ্জুরূপে প্রত্যক্ষ করে তাকে অন্য ব্যক্তি সর্পরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারে—রজ্জুতে সর্পভ্রম বিরল নয়। ইন্দ্রিয়-উপাত্তই বস্তু হলে, এরূপ ক্ষেত্রে বলতে হবে যে, প্রত্যক্ষের বস্তুটি একই সঙ্গে রজ্জু আবার সর্পও। কিন্তু আমাদের সাধারণ জ্ঞানে যা রজ্জু তা সর্প নয়, এবং যা সর্প তা রজ্জু নয়। কাজেই ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মানতে হয় যে, ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ হয় না—ইন্দ্রিয়-উপাত্তের **মাধ্যমে** বস্তুর (ভ্রান্ত) জ্ঞান হয়, অর্থাৎ জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) আমাদের **প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় যে ইন্দ্রিয়-উপাত্ত, বস্তু নয়—জ্যোতির্বিজ্ঞানেও এ মতের সমর্থন মেলে। প্রত্যক্ষ সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত অভিমত হল—আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা কোন বস্তু নয়, তা হল বস্তু প্রেরিত বার্তা** (message)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—আকাশে যে নক্ষত্রটিকে আমি এখন দেখছি বলে মনে করি তা আসলে নক্ষত্র-প্রেরিত বার্তা বা আলোক-সংকেত, কেননা এমন হতে পারে যে ঐ নক্ষত্রটি থেকে আমার কাছে বার্তা পৌঁছাতে হাজার হাজার বৎসর লেগেছে এবং হাজার হাজার বৎসর **পূর্বেই** নক্ষত্রটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই, এক্ষেত্রে বলা যাবে না যে, 'আমি এখন নক্ষত্রটিকে দেখছি' (যা এখন নেই তাকে 'দেখছি' বলা যাবে না), বলতে হবে—'নক্ষত্র-প্রেরিত আলোক-সংকেতের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-উপাত্তের অপরোক্ষ অনুভব হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সবিচার বস্তুবাদীরা পরোক্ষ অনুভবতত্ত্ব মানলেও **ভাববাদীদের প্রত্যক্ষতত্ত্ব** মানেন না। ভাববাদীদের মতে, মন কেবল মনের ধারণাকেই জানতে পারে, যে ধারণার অনুরূপ বিষয় বাহ্যজগতে নাও থাকতে পারে। সবিচার বস্তুবাদীদের মতে, অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় অর্থাৎ **ইন্দ্রিয়-উপাত্ত যেমন বাহ্যবস্তু নয়, তেমনি মনের ধারণাও নয়**। ইন্দ্রিয়-উপাত্ত যে মানসিক ব্যাপার নয় তা বোঝানোর জন্য জনৈক সবিচার বস্তুবাদী

বলেন : ধরা যাক, আমি দেখছি অর্থাৎ আমার অপরোক্ষ অনুভব হচ্ছে—একটি তিনফুট ব্যাসবিশিষ্ট চাকা আমার পাশ দিয়ে সরে গিয়ে সামনের দুটি বাড়ির মাঝখান দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমার প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-উপাত্ত আমার মনের ধারণা থেকে অবশ্যই ভিন্ন, কেননা মনের ধারণা তিন ফুট ব্যাসবিশিষ্ট হতে পারে না, চক্রাকার হতে পারে না এবং তা আমার মনের বাইরে দুটি বাড়ী মাঝখান দিয়েও চলতে পারে না।

তেমনি আবার, দুজন ব্যক্তি একই রকম ইন্দ্রিয়-উপাত্ত প্রত্যক্ষ করতে পারে; যেমন দুজন ব্যক্তি ক ও খ একই রকম লাল বর্ণ প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুজন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-উপাত্ত অভিন্ন হলেও বলা যাবে না যে ক-এর ইন্দ্রিয়ানুভব (যা মানসিক ব্যাপার) ও খ-এর ইন্দ্রিয়ানুভব গুণগতভাবে অভিন্ন। লাল বর্ণটি অভিন্ন হলেও ক-এর লালের চেতনা এবং খ-এর লালের চেতনা কখনো অভিন্ন হতে পারে না, ব্যক্তিভেদে তা ভিন্ন ভিন্নই হয়। কাজেই সবিচার বস্তুবাদীরা বলেন—**ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে মানসিক বলাও যায় না।**

স্পষ্টতই, সবিচার বস্তুবাদীদের মতে, **ইন্দ্রিয়-উপাত্ত জড়বস্তু নয় আবার মানসিক বিষয়ও নয়—উভয়ের মধ্যবর্তী পদার্থ।** সবিচার বস্তুবাদীরা এজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের তিনটি উপকরণের উল্লেখ করেন : (১) মন বা জ্ঞাতা, (২) বস্তু এবং (৩) ইন্দ্রিয়-উপাত্ত। সবিচার বস্তুবাদীরা অবশ্য "ইন্দ্রিয়-উপাত্ত" শব্দটির পরিবর্তে "ধর্মসংঘট" (character-complex) বা "সারধর্ম" (essence) শব্দই ব্যবহার করেছেন। প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকারী ধর্ম-সংঘটকে বস্তুধর্ম রূপে কল্পনা করে। সবিচার বস্তুবাদীরা প্রত্যক্ষজ্ঞানকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন :

ধরা যাক, ক-বস্তুটি খ-প্রত্যক্ষকারীর দেহ-মনে এক উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে গ-রূপে ধর্মসংঘটের উদ্রেক করে। প্রত্যক্ষকারী খ, এমন অবস্থায়, গ-রূপ ধর্মসংঘটকে ক-বস্তুটির ওপর প্রয়োগ ক'রে গ-এর মাধ্যমে ক-বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে এবং মনে করে যে, গ-রূপে ধর্মসংঘট ক-বস্তুটিরই ধর্ম। কিন্তু গ-রূপ ধর্মসংঘট, প্রকৃত অর্থে, আরোপিত ধর্ম, প্রত্যক্ষকারী খ এর-ধর্ম, ক-বস্তুতে আরোপিত হয়। যে-সব ক্ষেত্রে এই আরোপিত ধর্ম বস্তুধর্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়, সে-সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সঠিক হয়, অন্যথায় তা ভ্রান্ত হয়।

ধর্ম-সংঘট বা সারধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে সবিচার বস্তুবাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে। লাভজয়, প্রাট্ ও সেলার্সের মতে ধর্মসংঘট (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-উপাত্ত) মানসিক বিষয়, বস্তুধর্ম নয়। অপরপক্ষে, ড্রেক, রোজারস এবং বিশেষ করে সান্টায়নের মতে ধর্মসংঘট যেমন বস্তুধর্ম নয় তেমনি মানসিক বিষয়ও নয়; **যৌক্তিক পদার্থের** (Logical entities) **ন্যায় ধর্মসংঘট দেশকালাতীতভাবে সত্তাবান** (subsistent) ; এদের বিদ্যমানতা বা অববর্তিতা আছে কিন্তু অস্তিত্ব আছে বলা যাবে না*। প্লেটোর দেশকালাতীত প্রত্যয়ের (Ideas) ন্যায় ধর্মসংঘট বা সারধর্ম শাশ্বত ও স্বয়ংসৎ। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হবার জন্য ধর্মসংঘট যেন দেশকালাতীত বিশ্বে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এ-সব দেশকালাতীত ধর্মসংঘটের মাধ্যমেই আমাদের বস্তু-প্রত্যক্ষ হয়। **বস্তুতে আরোপিত ধর্মসংঘট বস্তুধর্মের অনুরূপ হলে**

* যা দেশকালে থাকে তাকে 'অস্তিত্বশীল' বলা হয়। যা আছে কিন্তু নির্দিষ্ট দেশ বা কালে নেই তার 'বিদ্যমানতা' বা 'অববর্তিতা' আছে—এমন বলা হয়।

প্রত্যক্ষজ্ঞান যথার্থ হয়। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষে ধর্মসংঘট ও বস্তুধর্মের মধ্যে অনুরূপতা বা মিল থাকে না।

সমালোচনা (Criticism) :

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের ন্যায় সবিচার বস্তুবাদও প্রত্যক্ষজ্ঞানের তিনটি উপকরণের উল্লেখ করে : (১) জ্ঞাতা মন (২) ভৌত বিষয় এবং (৩) ধর্মসংঘট। লকের মতে আমরা ধারণার মাধ্যমে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি ; সবিচার বস্তুবাদীদের মতে, আমরা ধর্মসংঘটের মাধ্যমে বস্তুকে জানি। ধারণা মানসিক ব্যাপার ; কিন্তু সবিচার বস্তুবাদীদের অনেকেই ধর্মসংঘটকে মানসিক বলেন না। এখানেই লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের সঙ্গে সবিচার বস্তুবাদের মূল পার্থক্য।

সবিচার বস্তুবাদের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদের* বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ গুলি উত্থাপিত হয় :

(১) ধর্মসংঘট বা সারধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে সবিচার বস্তুবাদীদের মধ্যে মতৈক্য নেই। অনেকের মতে ধর্মসংঘট মানসিক বিষয় (লকের অভিমতের অনুরূপ) আবার অনেকের মতে, যৌক্তিক পদার্থের ন্যায় ধর্মসংঘট দেশকালাতীত—এদের কেবল অববর্তিতা আছে কিন্তু অস্তিত্ব আছে—বলা যাবে না। এ-দুটি ভিন্ন মতের প্রথম মতটি অনুসরণ করলে সবিচার বস্তুবাদের সঙ্গে বার্কলের আত্মগত ভাববাদে (Subjective Idealism) কোন পার্থক্য থাকে না। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় মতটি মানলে প্রত্যক্ষ-ক্রিয়াটি একটি আকস্মিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়, কেননা প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে কি ভাবে ধর্মসংঘটের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর যোগ-সূত্র স্থাপিত হতে পারে। বাহ্যবস্তু যা দেশকালে স্থিত তার সঙ্গে দেশকালাতীত ধর্মসংঘটের যোগসূত্র স্বাভাবিক নিয়মে হয় না, তাকে 'আকস্মিক' (accidental) বলতে হয়।

(২) বস্তুজ্ঞান পরোক্ষ হলে বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রত্যক্ষজ্ঞানের তিনটি উপকরণের উল্লেখ করে যদি বলা হয় জ্ঞাতা মন খ, ধর্মসংঘট গ-এর মাধ্যমে ক-বস্তুকে জানে, তাহলে ক-বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তেমনি আবার ক-বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব না হলে, ক-বস্তুকে গ-ধর্মসংঘটের মাধ্যমে জানলে, এমনও বলা যাবে না যে গ-ধর্মসংঘট ক-বস্তুর স্বধর্মের অনুরূপ অথবা অনুরূপ নয়, এবং সেক্ষেত্রে যথার্থ প্রত্যক্ষ ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করাও সম্ভব হবে না।

(৩) সবিচার বস্তুবাদীরা অবশ্য বলেন, বস্তুজ্ঞান পরোক্ষ হলেও সেই পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় বস্তুই প্রত্যক্ষ হয় এবং এ-ভাবে বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের যুক্তি—কোন মাধ্যমের দ্বারা প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মাধ্যমটি প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, মাধ্যমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষের বিষয়টিরই প্রত্যক্ষ হয়। বিষয়টি উপমার দ্বারা বোঝানো যায়। কাচের মাধ্যমে যখন আমরা কোন বস্তু দেখি তখন আমরা বস্তুটিকেই দেখি, কাচকে দেখি না। তেমনি ধর্মসংঘটের মাধ্যমে আমরা ধর্মসংঘটকে প্রত্যক্ষ করি না, বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করি। একেই সবিচার বস্তুবাদীরা 'ধর্মসংঘট অতিক্রমণ' (transcendence of character-complex) বলেছেন।

* দ্বৈতবাদে বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞানের কথা বলা হয় ; বলা হয় যে, ধর্মসংঘটের মাধ্যমে বস্তুজ্ঞান হয়।

বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় সবিচার বস্তুবাদীরা আবার 'সহজাত বিশ্বাস' (instinctive belief), 'জান্তব ধ্রুব বিশ্বাস' (animal faith) ইত্যাদিরও উল্লেখ করেন। এঁরা বলেন, **বস্তুর অস্তিত্বে** বিশ্বাস আমাদের এক সহজাত বিশ্বাস, যাকে কোন যুক্তি তর্কের দ্বারা অগ্রাহ্য করা **যায়** না; এ এক **জান্তব ধ্রুব বিশ্বাস** এবং জগৎ-ব্যাপারে আমাদের অপরাপর সকল বিশ্বাস **এই** মৌল ও আদিম বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। মূলত এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে **আমা**দের বস্তুর অস্তিত্বকে মানতে হয়। রাসেল 'দর্শন-সমস্যা' (Problems of Philosophy) **গ্রন্থে** এ-প্রকার অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু সবিচার বস্তুবাদীদের এ-সব যুক্তির ওপর নির্ভর করে বস্তুর অস্তিত্বকে কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ধর্মসংঘট অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হলে, যুক্তি-সম্মত ভাবে, ধর্মসংঘট অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। 'ধর্মসংঘট অতিক্রমণ' বিষয়টি দুর্বোধ্য। সবিচার বস্তুবাদীরা বিষয়টিকে উপমার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। উপমার আলংকারিক মূল্য থাকতে পারে কিন্তু ন্যায়গত (logical) মূল্য নেই। তাছাড়া, কাচের মাধ্যমে বস্তু-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তুর কোনরূপ বিকৃত ঘটে না, এমন বলা যাবে না। পরোক্ষজ্ঞান মাত্রেই বস্তুর কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটে।

'সহজাত বিশ্বাস', 'জান্তব ধ্রুব বিশ্বাস' ইত্যাদির কথার মাধ্যমেও বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। বিশ্বাসের মাত্রা যত দৃঢ়ই হোক না কেন তা কখনো জ্ঞানে উন্নীত হতে পারে না, কেননা বিশ্বাসের বিরোধী ঘটনা ন্যায়গত দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে, **পরোক্ষ-অনুভবতত্ত্বে কোনভাবেই বিষয়জ্ঞান ও বিষয়ের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরোক্ষ অনুভবতত্ত্ব আসলে ভাববাদেরই পথ প্রশস্ত করে।**

৫.১০. ভাববাদ (Idealism) ঃ ভূমিকা (Introduction) ঃ

ভাববাদের মূল বক্তব্য হল, জ্ঞানের বিষয় কোন মন বা চেতনার ওপর নির্ভরশীল, **জ্ঞেয় বস্তুর মনোনিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই।** অবশ্য এই মন বা চেতনার প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদীদের মধ্যেও মতভেদ আছে। অনেকে 'মন' বলতে ব্যক্তি-মনকে আবার কেউ কেউ 'মন' বলতে পরমাত্মাকে মনে করেন। বস্তুবাদের মতো ভাববাদেরও তাই প্রকারভেদ আছে। ভাববাদের মুখ্য দুটি প্রকার হল—(১) **জ্ঞান-তাত্ত্বিক ভাববাদ** এবং (২) **পরা-তাত্ত্বিক ভাববাদ**। জ্ঞানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ভাববাদে উপনীত হলে তা হয় জ্ঞান-তাত্ত্বিক ভাববাদ (Epistemological), আর সত্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ভাববাদে উপনীত হলে তা হয় পরা-তাত্ত্বিক ভাববাদ (Metaphysical Idealism)।

জ্ঞান-তাত্ত্বিক ভাববাদের আবার দুটি রূপ আছে ঃ **(ক) আত্মগত ভাববাদ** (বার্কলে) ও **(খ) সবিচার ভাববাদ** (কান্ট)। আত্মগত ভাববাদ বস্তুবাদের ঠিক বিপরীত। **এই মতে, জ্ঞেয়বস্তু হল জ্ঞাতার চেতনারই কোন বৃত্তি বা ধারণা।** সবিচার ভাববাদের সঙ্গে অবশ্য বস্তুবাদের তেমন বিরোধ নেই, কেননা এই মতে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যদিও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। **সবিচার ভাববাদ অনুযায়ী জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি অনেকাংশে জ্ঞাতার মনের গঠন-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।** আমরা যা জানি তা হল **অবভাস** (Appearance), **বস্তুস্বরূপ** (Reality) নয়।

অপরপক্ষে, **পরা-তাত্ত্বিক ভাববাদে পরমাত্মাকে একমাত্র সৎ বা সত্য বলা হয়**—জড়-জগৎ ও চেতন-জগৎ একই পরমাত্মার দুটি প্রকাশ মাত্র। তাই জড়-জগৎ ব্যক্তি-মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তি-মনকে বাদ দিয়ে জড়-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এই মতবাদের সঙ্গেও তাই বস্তুবাদের বিরোধ নেই। কিন্তু, ব্যক্তি-মনের বাইরে জড়-জগৎ থাকলেও পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে জড়-জগৎ নেই। আসলে চেতন-জগৎ এবং জড়-জগৎ—সবই পরমাত্মার ভাব বা ধারণা—সবই চৈতন্যময়, চৈতন্য থেকে উৎসারিত। হেগেল এই মতবাদের প্রবক্তা। হেগেলের ভাববাদ **বিষয়গত ভাববাদ** (Objective Idealism) নামে খ্যাত।

জ্ঞান-তাত্ত্বিক প্রধান দুটি মতবাদকে এখন ছকের সাহায্যে দেখান হল :

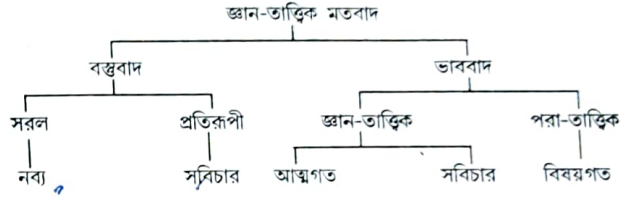

৫.১১. বার্কলের আত্মগত ভাববাদ (Subjective Idealism of Berkeley) ঃ

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের আত্মগত ভাববাদ। এই মতে জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নেই, **জ্ঞেয় বস্তু হল জ্ঞাতার চেতনারই কোন বৃত্তি বা ধারণা।** মনোনিরপেক্ষভাবে জড়বস্তু নেই। বস্তু বা বস্তুধর্ম হল জ্ঞাতার মনোমধ্যস্থ ধারণা মাত্র। **বার্কলে জড়বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।** লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুযায়ী আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তুর গুণ-সংক্রান্ত কতকগুলি ধারণা। জড়বস্তুকে আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না। লকের এই মতবাদের সঙ্গে বার্কলে একমত। তিনিও বলেছেন, ধারণাই আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। লকের সঙ্গে বার্কলের পার্থক্য হল—**লক্ যে গুণাতিরিক্ত অজ্ঞাত এক জড়দ্রব্যের কথা বলেছেন, বার্কলে সেই জড়দ্রব্যকে অস্বীকার করেছেন।** বার্কলের মতে, 'দ্রব্য আছে কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়'—লকের এই উক্তি স্ববিরোধী। যা আছে তাকে দেখা যাবে, অনুভব করা যাবে। যার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই, অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সৎ নয়।

এই তত্ত্বটি বার্কলে তাঁর স্মরণীয় ল্যাটিন বাক্যে প্রকাশ করেছেন।—'Esse est percipi.' অর্থাৎ 'অস্তিত্বের অর্থ হল প্রত্যক্ষগোচর হওয়া'—'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর'—'অস্তিত্বশীলতা ও প্রত্যক্ষণীয়তা অভিন্ন'। সুতরাং 'জড়বস্তু আছে' একথা বলা যায় না। উপরন্তু, লক্ যে মুখ্য গুণকে বস্তুধর্ম বলেছেন, বার্কলে তাও অস্বীকার করেছেন (বস্তুবাদের **সমালোচনা** অংশটি ৫.৬. দ্রষ্টব্য)। বার্কলের মতে, **মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই।** গৌণ গুণের অস্তিত্ব যেমন অনুভব-সাপেক্ষ, মুখ্য গুণের অস্তিত্বও তেমনি অনুভব-